সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা

ইউনিট ৭

আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে কিছু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানেও এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সাংবিধানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগ পদ্ধতি, পদের মেয়াদ, পদত্যাগ ও অপসারণ পদ্ধতি, পদমর্যাদা ও গুরুত্ব এবং কার্যাবলি সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ অধ্যায়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও সরকারি কর্মকমিশন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান
পাঠ-২: সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৩: নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৪: এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
পাঠ-৫: মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পাঠ-৭.১ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, অনুচ্ছেদ, অ্যাটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্মকমিশন।

সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত তাকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে। বাংলাদেশে এ ধরণের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সাংবিধানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ চারটি প্রতিষ্ঠান হল-

i. এটর্নি জেনারেল
ii. নির্বাচন কমিশন
iii. মহাহিসাব নিরীক্ষক
iv. সরকারি কর্ম কমিশন

নিম্নে এ চারটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল-

i. **এটর্নি জেনারেল :** বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগে পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৬৪নং অনুচ্ছেদে এটর্নি জেনারেল সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন। এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত এটর্নিজেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

ii. **নির্বাচন কমিশন ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত। সংবিধানের ১১৯ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় বিষয়াদির উল্লেখ আছে।

iii. **মহাহিসাব নিরীক্ষক ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম ভাগের ১২৭ থেকে ১৩২ নং অনুচ্ছেদে মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক থাকবেন এবং তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন। বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে। মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহাহিসাব নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না।

iv. **সরকারি কর্মকমিশন ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে ২য় পরিচ্ছেদের ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে। সংবিধান অনুসারে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা করা যাবে। একজন সভাপতি আইনের দ্বারা যেরূপে নির্ধারিত হবেন, সেরূপে অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে কমিশন গঠিত হবে। সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সরকারি কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে-নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা।

পরিশেষে বলা যায়, সাংবিধানিক উপায়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে। সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, পদের মেয়াদ, পদমর্যাদা, পদত্যাগ ও অপসারণ পদ্ধতি এবং দায়িত্ব সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

সংবিধানের বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেগুলোকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে। বাংলাদেশে এরূপ চারটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যথা- এটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও সরকারি কর্ম কমিশন। সংবিধানে প্রত্যেকটি পদের গঠন ও কার্যাবলি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি কী দ্বারা নির্ধারিত?

(ক) প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে (খ) উচ্চ আদালতের মাধ্যমে

(গ) আইনের দ্বারা (ঘ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারা

২। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়-

i. নির্বাচন কমিশন

ii. সরকারি কর্মকমিশন

iii. দুর্নীতি দমন কমিশন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৭.২ সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সরকারি কর্ম কমিশন, পদের মেয়াদ, অধ্যাদেশ, সুপ্রিম কোর্ট, সংসদ, বার্ষিক রিপোর্ট।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা সরকারি কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৮ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন' আদেশ জারি করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে ২য় পরিচ্ছেদের ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশন গঠন

আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম-কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত, সেরূপ অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির ৫৭ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অন্যূন ৬ জন এবং অনূর্ধ্ব ১৫ জন নির্ধারণ করা হয়। [অনুচ্ছেদ- ৩৭]

সদস্য নিয়োগ

প্রত্যেক সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হবেন যাঁরা বিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারি কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে [অনুচ্ছেদ- ১৩৮ (১), ১৩৮ (২)]

পদের মেয়াদ

কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁর দায়িত্বগ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর বা তাঁর ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া - এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সে কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হবে না। তবে কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। [অনুচ্ছেদ- ১৩৯ (১), ১৩৯ (২), ১৩৯ (৩)]

সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০ নং অনুচ্ছেদে কমিশনের দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কমিশনের কার্যাবলি তুলে ধরা হল-

i. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা করা। [অনু- ১৪০ (১ক)]

ii. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন। [অনু-১৪০(১খ), ১৪০ (১গ)]

iii. জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন ঃ

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে, এরূপ বিষয়াদি এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি। [অনু-১৪০ (২)]

পরিশেষে বলা যায়, সরকারি কর্ম কমিশন অন্যতম একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের অগ্রযাত্রা ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে কেননা এ প্রতিষ্ঠানই প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য নাগরিকদের যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন করে থাকে সরকারি কর্ম কমিশন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা, সদস্য-নিয়োগ, পদের মেয়াদ, কমিশনের দায়িত্ব এবং বার্ষিক রিপোর্ট সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বার্ষিক রিপোর্ট সম্পর্কে ১৪১ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, প্রত্যেক কমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বছরে স্বীয় কার্যাবলি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আইনের দ্বারা এক বা একাধিক কর্মকমিশন গঠন করার কথা বলা হয়-

i. নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে

ii. পদোন্নতি নির্ধারণের জন্যে

iii. বদলি সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণের জন্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সাংবিধানিক পদের অধিকারী-

i. কর্ম কমিশনের সভাপতি ii. সরকারি কর্মচারী iii. কর্ম কমিশনের সদস্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৩ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নির্বাচন কমিশনের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	নির্বাচন কমিশন, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ, ভোটার তালিকা, নির্বাচনী সীমানা।

নির্বাচন কমিশন

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশন একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগে ১১৮ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা বা গঠন উপস্থাপন করা হলো-

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কার্য পরিচালনা করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না। অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।

নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না। কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। [অনুচ্ছেদ ১১৮]

নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বা কার্যাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিম্নে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

i. রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে।
ii. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন।
iii. সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন।
iv. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবেন।
v. রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন।
vi. স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন।

vii. নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, সেরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা এবং অপরিহার্যতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি একটি রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বসহ অন্যান্য বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচনি আচরণ নির্ধারণ এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নির্বাচন কমিশনের মুখ্য কর্তব্য। একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীলতা রাখা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনন্য। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নির্বাচন কমিশনের পদের মেয়াদ কত বছর?

ক) ৩ বছর খ) ৮ বছর
গ) ৪ বছর ঘ) ৫ বছর

২। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খুবই প্রয়োজন। কারণ এতে-

i. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
ii. যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়
iii. যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	এটর্নি জেনারেল, আদালত, বিচারক, রাষ্ট্রপতি, বার কাউন্সিল, স্পিকার।

এটর্নি জেনারেল

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগের ৫ম পরিচ্ছেদে ৬৪ নং অনুচ্ছেদে এটর্নি জেনারেল পদের কথা উল্লেখ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন এটর্নি জেনারেল থাকবেন। এটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা। তিনি আইনগত দিক নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে আদালতে বক্তব্য পেশ করেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত এটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন। বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের ন্যায় মর্যাদা ভোগের অধিকারী হবেন।

এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের প্রধান সরকারি আইন কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটর্নি-জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

i. এটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

ii. এটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

iii. বাংলাদেশ সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে এটর্নি জেনারেল তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, এটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন পরামর্শক। ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এটর্নি জেনারেলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগে পঞ্চম পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল পদের উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ লাভ করেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব এটর্নি জেনারেল পালন করে থাকেন। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পক্ষে এটর্নি জেনারেলের ভূমিকা অনন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এটর্নি জেনারেলের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত হল-

i. সরকারের আইনী পরামর্শ দেন

ii. সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন

iii. রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। এটর্নি জেনারেল ও সহকারী এটর্নি জেনারেলগণের নিয়োগ নীতি কোন কারণে বিঘ্নিত হয়?

(ক) দলীয় কারণে (খ) যোগ্যতার অভাবে

(গ) রাষ্ট্রপতির প্রভাবে (ঘ) আইনজীবীদের ক্ষমতা বলে

পাঠ-৭.৫ মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মহা হিসাব-নিরীক্ষক সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মহা হিসাব-নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মহাহিসাব নিরীক্ষক, নথি, রসিদ, দলিল, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার, বহি, প্রজাতন্ত্রের হিসাব।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক

বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম ভাগে ১২৭ থেকে ১৩২ নং অনুচ্ছেদে মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ১২৭ নং অনুচ্ছেদঅনুযায়ী বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অত:পর ''মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত) থাকবেন। তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন। বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতির আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে।

মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ

সংবিধানের ১২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই সময় পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহাহিসাব নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না। মহাহিসাব নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষর কর্মাবসানের পর মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোন পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না।

মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

মহাহিসাব নিরীক্ষক পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি জাতীয় অর্থের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নিম্নে মহাহিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব বা ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো-

(i) মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান করবেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হবেন। [অনুচ্ছেদ- ১২৮(১)]

(ii) আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সংস্থার হিসাব নিরীক্ষার ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করা যাবে। [অনুচ্ছেদ- ১২৮(২)]

(iii) সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, মহাহিসাব নিরীক্ষককে সেরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করতে পারবেন। [অনুচ্ছেদ-১২৮(৩)]

(iv) দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মহাহিসাব নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হবে না। [অনুচ্ছেদ-১২৮(৪)]

(v) রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহাহিসাব নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে। [অনুচ্ছেদ-১৩১]

পরিশেষে বলা যায়, মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রেও সরকারি হিসাব নিরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মহা হিসাব নিরীক্ষক সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অনন্য নজির স্থাপন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা, মহা হিসাবর-নিরীক্ষকের দায়িত্ব, মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদসহ অন্যান্য বিষয়াবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংবিধানের ১৩০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষকের পদ যে কোন কারণে শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি অন্য কোন ব্যক্তিকে মহা হিসাব নিরীক্ষকরূপে দায়িত্বপালনের জন্য নিয়োগদান করতে পারেন। সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হয় কীভাবে?
(ক) রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে (খ) জনগণের দাবি অনুসারে
(গ) প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে (ঘ) রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছানুসারে

২। মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের-
i. নথি ও হিসাব পরীক্ষা করবেন
ii. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান করবেন
iii. দলিল ও নগদ অর্থ পরীক্ষা করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১, ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন
জনাব আতিকুর রহমান সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রধান আইনজীবী। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করেন।

১। উদ্দীপকে জনাব আতিকুর কোন পদে নিয়োগ লাভ করেন?
(ক) নির্বাচন কমিশনার (খ) সরকারি কর্মকমিশন (গ) এটর্নি জেনারেল (ঘ) মহাহিসাব নিরীক্ষক

২। উক্ত পদে জনাব আতিকুর রহমান অধিকারী হবেন-
i. মন্ত্রীর ন্যায় মর্যাদার
ii. উপমন্ত্রীর ন্যায় মর্যাদার
iii. সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের ন্যায় মর্যাদা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্ত দিন-

শাকিলা ও আকাশ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সামনের নির্বাচনে তারা ভোট দিতে চায়। তাই তারা একটি সংস্থার অফিসে যায়। অফিস তাদের একটি করে পরিচয়পত্র প্রদান করে। উক্ত সংস্থা দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩। উদ্দীপকে শাকিলা ও আকাশ যে সংস্থার অফিসে গিয়েছিল-

(ক) সরকারি কর্মকমিশন (খ) সিটি কর্পোরেশন (গ) এটর্নি জেনারেল (ঘ) নির্বাচন কমিশন

৪। উক্ত সংস্থা যেভাবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে-

(ক) সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে (খ) যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগ

(গ) দুর্নীতির তদন্ত করা (ঘ) সরকারের আইনী জটিলতা নিরসনে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সৈকত পড়াশনা শেষ করে বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি দেশের সরকারি কর্ম কমিশন সম্পর্কে পড়াশুনা করে সে জানতে পারে সরকারি কর্মকমিশন একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, গোপনীয় ও দক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তার দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কর্মকমিশনের এসব বৈশিষ্ট্য তার মনে আশার আলো দেখায়।

(ক) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা কে?

(খ) সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝেন?

(গ) সৈকত এর পঠিত সরকারি কর্মকমিশনের সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাদৃশ্য আছে কী? বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) একটি নিরপেক্ষ, সৎ ও দক্ষ প্রশাসন গড়তে উক্ত প্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষন করুন।

২। জনাব মারুফ হোসেন সরকারের প্রধান আইনজীবী হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তিনি রাষ্ট্রের যে কোন আদালতে সরকারের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। একটি সেমিনারে সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান হিসেবে তিনি যোগদান করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন, ''সংস্থাটির কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।''

(ক) সরকারি কর্মকমিশনের প্রধানের পদবি কী?

(খ) নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠিত হয়?

(গ) উদ্দীপকের জনাব মারুফ হোসেন পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) ''সংস্থাটির কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।'' - বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ঘ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ ঃ ১। ক ২। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক